233

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAR 21 1999
পৃষ্ঠা: ৭ কলাম ৩

ইসলামী ভার্সিটির বাসে গুলী ও বোমা হামলা ॥ আহত ১০ ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেফতার ৭

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ গতকাল (শনিবার) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারী বহনকারী বাসের বহরে ছাত্রদল কর্মীদের গুলী ও বোমা হামলার শিকার হইয়াছে। এই ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়। পুলিশ ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদকসহ ৭ জনকে গ্রেফতার করিয়াছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, বেলা দুইটার দিকে পুলিশ স্কোয়াড দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেশ কয়েকটি বাসের বহর ক্যাম্পাস হইতে কুষ্টিয়া শহর অভিমুখে বাহির হইলে

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ইসলামী ভার্সিটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় সীমানা শেষ এলাকায় একদল সশস্ত্র ছাত্রদল কর্মী উক্ত বাসের বহর লক্ষ্য করিয়া ৫/৬টি হাতবোমা নিক্ষেপ করে এবং ১০/১২ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে। ইহাতে অন্তত ১০ জন কর্মচারী আহত হয়। ইহাতে কয়েকটি বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই হামলার পর পালাইয়া যাইবার সময় পুলিশ মাজহারুল আলম কাজল (ইসলামের ইতিহাস ২য় বর্ষ) নামের এক ছাত্রদল কর্মীকে আটক করে।

অন্যদিকে গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ছাত্রদল কর্মীরা কুষ্টিয়া শহরস্থ কাষ্টম মোড় এলাকায় ক্যাম্পাসমুখী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসসমূহ আটকাইয়া ভাংচুর করে। এ সময় পুলিশ ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক গোলাম কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজুর রহমান বাচ্চু, ফয়েজ মোহাম্মদ, আসাদুজ্জামান, জাহাঙ্গীর কবির এবং আব্দুস সালামকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া থানায় মামলা রহিয়াছে। এদিকে ছাত্রদল আহূত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের গতকাল তৃতীয় দিনে আংশিক ধর্মঘট পালিত হয়। ঝিনাইদহের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বন্ধ রহিয়াছে। এদিকে বৎসরের প্রায় তিনমাস অতিবাহিত হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রিত ডায়েরী প্রকাশ করা হয় নাই। কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়াছে, ছাত্রদলের বিক্ষোভের মুখে ডায়েরী প্রকাশ বন্ধ রাখা হইয়াছে। ছাত্রলীগ অবিলম্বে ডায়েরী প্রকাশের দাবী জানাইয়াছে।